৩৩

ভোরের কাগজ

তারিখ ...22 AUG 1998

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

এক বছরের জন্য বিধিমালার প্রয়োগ স্থগিত রাখার উদ্যোগ

মহিলা কোটা পূরণ করতে না পারায় প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগে সমস্যা

ইব্রাহিম আজাদ : শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালায় কোটাগত সীমাবদ্ধতার কারণে বিপুলসংখ্যক পদ শূন্য থাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এর ফলে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পুরুষ প্রার্থী লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও চাকরি পাচ্ছেন না। এ প্রেক্ষাপটে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা '৯১ এক বছরের জন্য স্থগিত রাখারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা ১৯৯১-এর বিধি ৭ 'ক' অনুসারে নিয়োগযোগ্য পদের ৬০ শতাংশ মহিলা প্রার্থী এবং অবশিষ্ট ৪০ শতাংশ পদের ২০ শতাংশ পোষ্য প্রার্থী ও বাকি মাত্র ২০ শতাংশ সাধারণ পুরুষ প্রার্থীর মাধ্যমে পূরণযোগ্য। ১৯৯৭ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬ হাজার ৬৬৩টি সহকারি শিক্ষক/শিক্ষিকা শূন্য পদে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সর্বমোট ২ লাখ ৭৯ হাজার ৮৫৮ জন প্রার্থী অংশ নেয়। এ লিখিত পরীক্ষায় পাস নম্বর ছিল ৬০। কিন্তু মাত্র ১২ জন প্রার্থী এই পাস নম্বর পাওয়ায় ২০ নম্বর গ্রেস দিয়ে পাস নম্বর ধরা হয় ৪০। এর ফলে ৪০ ও তদূর্ধ্ব নম্বর প্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা অর্থাৎ ২০ নম্বর গ্রেসের ফলে উত্তীর্ণদের সংখ্যা দাঁড়ায় সর্বমোট ৫ হাজার ৫১২ জন। এর মধ্যে মহিলা এক হাজার ৯৮ জন, পোষ্য ৩৮৫ জন এবং পুরুষ ৪ হাজার ২৯ জন।

সূত্র জানায়, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচনের জন্য প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে 'ইন্টারভিউ বোর্ড' গঠন করা হয়। এ যাবৎ ৫৮টি জেলার সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। উভয় পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী ৫৮টি জেলায় এক হাজার ৯৯৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কারণ ৬ হাজার ৬৬৩টি শূন্য পদ থাকলেও নিয়োগবিধি অনুযায়ী নিয়োগ প্রদান করায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।

'৯১ সালের ঐ নিয়োগ বিধি অনুসারে মোট পদের ২০ শতাংশ হিসেবে ৬ হাজার ৬৬৩টি পদের মধ্যে ১ হাজার ৩৩২টি সাধারণ পদ পুরুষ প্রার্থীর মাধ্যমে পূরণযোগ্য। ফলে লিখিত পরীক্ষায় ৪ হাজার ২৯ জন পুরুষ প্রার্থী পাস করলেও তাদের সকলকে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

অপরদিকে কোটা অনুযায়ী মহিলা ও পোষ্য প্রার্থীর সংখ্যাও কম। ৬০ শতাংশ মহিলা ও ২০ শতাংশ পোষ্য কোটায় পূরণযোগ্য পদের সংখ্যা যথাক্রমে ৩ হাজার ৯৯৯ এবং ১ হাজার ৩৩২। কিন্তু মহিলা ও পোষ্য কোটায় লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে এক হাজার ৯৮ ও ৩৮৫। এতে মহিলা ও পোষ্য কোটায় বিপুলসংখ্যক পদ পূরণ না হওয়ায় কোটা শূন্য থেকে যাচ্ছে অথচ পুরুষ প্রার্থীরা লিখিত ও মৌখিক উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও কোটাগত সীমাবদ্ধতার কারণে চাকরি পাচ্ছে না। এর ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিপুলসংখ্যক পদ শূন্য থাকায় পাঠদান প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

সূত্র আরো জানায়, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভায় বিষয়টি আলোচিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা '৯১ অন্তত এক বছরের জন্য শিথিল করে মহিলা ও পোষ্য কোটার শূন্য পদগুলো লিখিত ও মৌখিক উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পুরুষ প্রার্থীদের মাধ্যমে পূরণ করার একটি প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য ইতিমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এ বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মতামত নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে বলে জানা গেছে।

অবশ্য শিক্ষক নিয়োগের ঐ বিধিমালার ফলে ইতিমধ্যে মহিলা শিক্ষিকার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এক হিসাবে দেখা গেছে, ১৯৯১ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট কর্মরত ১ লাখ ৬০ হাজার ৯৮ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩৩ হাজার ৯২ জন মহিলা শিক্ষক অর্থাৎ ২০ দশমিক ৫৭ শতাংশ। ১৯৯৭ সালে তা ২৮ দশমিক ৯ শতাংশে উন্নীত হয়। অর্থাৎ '৯৭ সালে মোট ১ লাখ ৫৮ হাজার ৫৭ জন শিক্ষকের মধ্যে মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা ৪৪ হাজার ৪০২ জন। বাকিরা পুরুষ।